

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

38021 - তারাবীর নামায বদিআত নয় এবং তারাবীর নামাযেরে নরিদ্ষিট কোন সংখ্যা নহে

প্রশ্ন

পবত্রির রমযান মাস এলে মানুষ তারাবীর নামায অভিমুখী হয়। আমার প্রশ্ন হল: কচ্ছি মানুষ এশার নামাযেরে পরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে অনুসরণে ১১ রাকাত নামায পড়নে। আর কচ্ছি মানুষ ২১ রাকাত নামায পড়নে; দশ রাকাত এশার পর, আর দশ রাকাত ফজরেরে আগে; এরপর বতিরি (বজেডে) নামায পড়নে। এ পদ্ধতিরি শরয়ি হুকুম কী? উল্লেখ্য, কটে কটে মনে করনে: ফজরেরে নামাযেরে আগে কয়িমুল লাইল (রাত্রিকালীন নামায) আদায় বদিআত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তারাবীর নামায সুন্নত মরম্বে মুসলমানদেরে ইজমা সংঘটিতি হয়ছে। যমেনটি ইমাম নববী "আল-মাজমু" গ্রন্থে উল্লেখ করছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নামায আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। এ ধরণেরে হাদিসেরে মধ্যে রয়েছে: "যে ব্যক্তি ঈমানেরে সাথে ও সওয়াবেরে আশা নিয়ে রমযান মাসে কয়িম পালন করবে তার পূর্বেরে গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[সহি বুখারী (৩৭) ও সহি মুসলিম (৭৬০)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এ নামায মুস্তাহাব হওয়ার সপক্ষে মুসলমানদেরে ইজমা সংঘটিতি হওয়ার পরেও কভিবে এটি বদিআত হয়?!

খুব সম্ভব যনি বদিআত বলছেন তিনি বুঝতে চয়েছেন যে, তারাবীর নামায পড়ার জন্য মসজদি মসজদি একত্রতি হওয়া বদিআত।

এ কথাও সঠিক নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে একাধিক রাতে এ নামায আদায় করছেন। এরপর মুসলমানদেরে ওপর এ নামায ফরয করে দেওয়ার ভয় থেকে তিনি তা ত্যাগ করছেন। পরবর্তীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা গলেন এবং ওহী আসা বন্ধ হয়ে গলে তখন এ ভয় কটে যায়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে মৃত্যুর পর তে আর ফরয হওয়া সম্ভব নয়। তখন উমর (রাঃ) এ নামায আদায় করার জন্য মুসলমানদেরকে একত্রতি করলেন। আরও জানতে দেখুন: 21740 নং প্রশ্নোত্তর।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তারাবীর নামাযের সময় এশার নামাযের পর থেকে ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত। আরও জানতে দেখুন: 37768 নং প্রশ্নোত্তর।

তারাবীর নামাযের বিশেষ কোন রাকাত সংখ্যা নাই। বরং সংখ্যায় কম বেশি হওয়া জায়গে। প্রশ্নকারী যবে দুটো সংখ্যার কথা জিজ্ঞাসে করছেন উভয়টি জায়গে।

প্রত্যকে মসজিদে মুসল্লিরা যটোকে তাদের জন্য উপযুক্ত মনে করেন সটো গ্রহণ করতে পারনে।

উত্তম হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যটো সাব্যস্ত সটোর উপর আমল করা। তিনি কিয়ামুল লাইল (রাতের নামায) ১১ রাকাতের বেশি পড়তনে না; রমযানেও না, অন্য সময়ও না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) তারাবীর নামাযের রাকাত সংখ্যা উল্লেখ করার পর বলেন:

এ বিষয়টিতে প্রশস্ততা রয়েছে। সুতরাং যবে ব্যক্তি ১১ রাকাত পড়ে তাকেও বাধা দেওয়া যাবে না এবং যবে ব্যক্তি ২৩ রাকাত পড়ে তাকেও বাধা দেওয়া যাবে না। বরং এক্ষত্রে প্রশস্ততা রয়েছে; আলহামদু লিল্লাহ। [ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে উছাইমীন (১/৪০৭)]

দেখুন: 9036 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।